UNIPERIFERIAS

মারি, রিও ডি জিনেরেও'র চিঠি, RIO DE JANEIRO -

প্রান্তজনের একটি ইতিহাস

শহুরে শহর এবং তাদের জায়গা

INSTITUTO
MARIA E JOÃO
ALEIXO

২০১৭ সালের মার্চ মাসে রিও ডি জেনেইরো'র মারিতে পেরিফেরি'র (প্রান্তজনের) আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক এর প্রথম আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলনকারী সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, গ্রুপ ও ব্যক্তিদের মাঝে তাদের নিজ নিজ অবস্থানের ও সমসাময়িক বিশ্বের জন্য একটি সুসংহত রূপকল্প নির্মাণ করা।

রূপকল্প নির্মাণ করা কোন সহজ বিষয় নয়। প্রকৃত অর্থে এটি ব্যাপকভাবে পরিচিত যে, আমরা একটি সামাজিক বিশ্বে বাস করি যেটি প্রান্তজনীয়দের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং ঐ জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং পরিবেশগত জটিল বাস্তবতা প্রচলিত বিধি-নিষেধ দ্বারা প্রভাবিত। কল্পনা হচ্ছে বাস্তবতার ভিত্তি। প্রান্তজনের গতানুগতিক নির্ধন প্রতিনিধিত্ব প্রায়শই সরকারী নীতি ও ব্যক্তিগত সামাজিক বিনিয়োগ দ্বারা প্রভাবিত। অধিকন্তু তাদের প্রকৃত চাহিদা পূরন না করে এ ধরনের প্রতিনিধিত্ব চলমান বস্তুগত এবং প্রান্তিক রূপকে শক্তিশালী করে, দুর্বল করে প্রান্তজনের অধিকার আদায়ের সংঘবদ্ধ সংহতি ও শক্তিকে।

চলমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রভাবশালী ও প্রভাবহীন দেশগুলোতে অচলাবস্থা বিরাজমান। ধারনাগুলো প্রায়শই সমাজকেন্দ্রীক এবং প্রান্তজনের যাচাই প্রক্রিয়া প্রায়শই নগরের সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক তত্ত্ব ও অনুমান নির্ভর মডেলের উপর ভিত্তি করে সমজাতীয় সামাজিক দল ও প্রভাবশালী শ্রেণী কর্তৃক নির্ধারিত। তারাই বর্তমান সভ্যতার মডেলের উপর ভিত্তি করে নগরের কার্যকারিতার জন্য সুস্থ, সুখী এবং উপযুক্ততা নির্ধারন করে এবং সামাজিক আচরন ও কর্মের যথাযথ রূপকে নির্দেশ করার নির্দিষ্ট ধারনা সঙ্গায়িত করে।

উপরন্তু অন্যান্য নগরেও প্রান্তজনের ক্ষয়িষ্ণু ধারনা, অনুক্রমিক শ্রেনী বিভাজন, উন্নততর ধারনার অনুপস্থিতি, ঘাটতি এবং সমজাতীয় হ্রাসমূলক ধারনার উপাদান সমূহ বিরাজমান। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গুরুত্ব পায় শহুরের আদর্শ মডেল যা উপনিবেশিক সংস্কৃতির ধারক এবং শিক্ষার মডেল, যা বহুলাংশে প্রভাবশালীদের দ্বারা পরিচালিত। এই দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনায় প্রান্তজনরা রয়েছে বিপদজনক অবস্থানে, তাদের ইতিহাস অস্বীকার করা হয়, তাদের অঞ্চলকে আখ্যায়িত করা হয় অবৈধ, তাদেরকে বলা হয় বহিরাগত এবং সভ্যতা বিরজিত।

তবে রাষ্ট্রীয় ও আনুষ্ঠানিক বাজারে প্রান্তজনরা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিরাজমান। এই উত্তেজনাময় সম্পর্কের মাঝে ও তারা রাষ্ট্রের এবং বাজারের নেতৃত্বের মডেলকে অস্বীকার করেই তাদের জীবিকা বেছে নেয়। যখন তারা ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিকৃতি ধারন করে তখন বুঝতে হবে যে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্ন মানের এবং বিপদজনক, তারা তাদের পরিচয়, উদ্ভাবনী এবং বিশাল জ্ঞান ভান্ডার থেকে বিচ্ছুত হয়েছে। এই চিঠির সমর্থকরা ক্ষয়িষ্ণু, অপরিবর্তনীয় এবং প্রান্তজনের অগ্রহনযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বাগত জানতে পারে না। প্রান্তজনের রয়েছে সামাজিক বহুত্ববাদিতা, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং গতিময়তা যা তাদেরকে সংজ্ঞায়িত করতে বা জানার জন্য ব্যবহার করতে হয়। তাই তাদের বিস্তৃতি সুনির্দিষ্ট ভাবে জানতে হবে কাঠামোগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এটা স্বীকার করতে হয় যে, গোটা বিশ্বব্যাপী অসম অবস্থা, বৈশিষ্ট্য এবং কার্যাবলীর মধ্যেও প্রান্তজনের

অনেকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট রয়েছে। আমরা নিশ্চিত যে, প্রত্যেক প্রান্তিক এলাকাই নগরের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং নগরের কাঠামো গঠন ও সংহত করে। প্রান্তজনেরাই নগরের পরিচায়ক, অর্থবহ এবং মানবিকতার ধারক।

প্রান্তজনকে তাদের সামাজিক অঞ্চল গতিময়তা অথবা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের কেন্দ্র থেকে তাদের অবস্থানগত দূরত্বের কারণে কোনভাবে নেতিবাচক সংজ্ঞায়িত করা যাবে না। তাদের প্রাত্যহিক জীবনাচার যা নগর সমাজ নির্মাণ, সৃষ্টিশীলতা, সম্ভাবনা, পেশাগত বৈশিষ্ট্য, রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার গুণাবলীর জন্যই তাদের স্বীকৃতি দিতে হবে।

প্রান্তজনের স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, সমৃদ্ধি ও সুখী জীবন তাদের জীবন জীবিকা ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রচলন করা জরুরী। এই প্রক্রিয়া একটি অবিচ্ছেদ্য ও মিশ্র অবস্থানের সৃষ্টি করে যেখানে প্রান্তজনের মূল্যবোধ, অনুশীলন, অভিজ্ঞতা, স্মৃতি এবং সামাজিক অবস্থান দ্বারা তাদের আত্মপরিচয় যা তাদের নিজস্ব জীবন আচার অনুধাবনের শক্তি সুদৃঢ় করে।

এই পত্রের সমর্থকগন প্রান্তজনকে নগরের উপাদান হিসাবে বিবেচনা করেন। প্রান্তজনেরা তাদের অস্তিত্ব রক্ষায় নিম্নে বর্ণিত হুমকিসমূহ মোকাবেলা করেন।

- পেশার বাজারে প্রান্তকর্মীদের অধস্তনে জড়িত করন;

- তরুণদের জন্য উচ্চ হারে কাজের সুযোগ নেই বা কর্মস্থানের সুযোগ কম;

- শোষন ও বঞ্চনাগ্রস্তদের উচ্চ হার, কালো, আদিবাসী, প্রবাসী, যাযাবর, শরণার্থী, ধর্মীয়, নৃতাত্ত্বিক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের শিকার জনগোষ্ঠী যা কম-বেশী তাদের সাংস্কৃতিক আচার ও স্বকীয়তা বজায় রাখতে সর্বদা চেষ্টারত;

- উচ্চহারে সহিংসতা, আংশিকভাবে মাদকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপ গ্রহণ, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাবাহিনী এবং অপরাধকারী দল দমনে রাষ্ট্রের নিরবতা বা পক্ষপাতিত্য;

- লিঙ্গ সম্পর্কীয় অসমতা, উচ্চ হারে নারী ও বালিকাদের মাঝে পারিবারিক এবং আন্ত পারিবারিক সহিংসতা;

- উচ্চহারে এলজিবিটি গ্রুপের অধিকার বঞ্চনা, বিশেষ করে তৃতীয় লিঙ্গধারীদের মাঝে নর হত্যার মত ঘটনা;

- তরুন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মারাত্মক সহিংসতা;

- প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার হার শহরের গড়ের নিম্নে;

- ব্যক্তি ও সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের বিস্তৃতির ফলে বসতি এলাকায় পরিবেশগত ক্ষতিগ্রস্থতা;

আমরা প্রান্তজনের বহুমাত্রিক সম্ভাবনার সূচকগুলো দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করছি:

- প্রান্তিক তরুণ জনগোষ্ঠী কর্তৃক নতুন নতুন চিন্তা ও চাহিদা আবিষ্কার এবং জনগণের অধিকার আদায়ের কাজ করার জ্ঞান ও দক্ষতা;

- সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বন্ধুত্ব আন্ত-সম্পর্ক এবং একাত্মতার সহাবস্থান সুদৃঢ় প্রতিবেশী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরীর সক্ষমতা প্রান্তজনের বহু মাত্রিক সাংস্কৃতিক, শৈল্পিক এবং অভিনয় শৈলী, যোগাযোগ মাধ্যম ও কৌশল যা ধারাবাহিতভাবে নবায়ন এবং বাস্তবায়ন করে;

- পারস্পরিক সংহতি ও জনপ্রিয় গার্হস্থ্য অর্থনৈতিক উদ্যোগ উপস্থিতি;

- শহরের বিকল্প কাঠামোগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত উপকরণ এবং আবাসন সেবার উপস্থিতি। এই ক্ষেত্রগুলোর অপর্যাপ্ততা, অভাব ও অনুপযুক্ত জায়গার জন্য দায়ী আনুষ্ঠানিক বাজার বিনিয়োগ ব্যবস্থা;

- উচ্চ মাত্রায় নিজস্ব বিধি-বিধান স্ব-শাসন ব্যবস্থার পরিচায়ক;

- নাগরিক চাহিদা মেটানোর জন্য বাসস্থান, জনসেবা এবং ধর্মীয় অবকাঠামোর সমাধান;

- বিভিন্ন জাতি, নৃ-গোষ্ঠী এবং ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর বহুত্ববাদী এবং বহু-জাতিক সহ-অবস্থান;

- আবিষ্কার ও জ্ঞান সম্প্রসারণ সমাজ কর্তৃক ব্যাপকভাবে স্বীকৃত এবং মূল্যায়িত;

- নগরে গণতান্ত্রীকরনের জন্য অংশগ্রহনমুখী সংগঠিত আদর্শ, আন্দোলন এবং সামাজিক সংগঠন যার মাধ্যমে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম, চাহিদা এবং কর্মযজ্ঞ সম্প্রসারিত হয়।

শহরের বহুত্ব বুঝতে প্রতিটি অঞ্চলের বিশেষত্ব সব নাগরিকের নাগরিকত্ব এবং তাদের সংগঠনকে জানতে হয়। এটি করতে গেষ্ঠিগুলোর নিজস্ব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুশীলন বর্ণনার পক্ষে প্রতিরোধ ও পূণর্নির্মাণের জন্য নিজস্ব প্রতীক অনুমোদন এবং অধিকার আদায়ের মৌলিক রূপগুলোর স্বীকৃতির প্রয়োজন। এর মাধ্যমে সামাজিক জীবনের পূর্ণতার নীতি, গণতান্ত্রিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং নীতি-আইনের মাধ্যমে অঞ্চল ব্যবহার নিশ্চিত করতে হয়। এই নীতির নিশ্চয়তার জন্য প্রয়োজন একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা যা নগরে প্রান্তজনের অধিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।